খ্রীস্টারিদের চেনার উপায়

প্রেরিত শিষ্য যোহনের প্রথম পত্র ২ অধ্যায় ২০-২৬ পদ

গত সপ্তাহে আমরা খ্রীস্টারিদের প্রকৃতি সম্বন্ধে শিখেছি। খ্রীস্টারিদের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যোহন তার মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের বলেছে যে, খ্রীস্টারিরা বিশ্বাসীদের সহভাগিতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে। এইভাবে, খ্রীস্টিয় সহভাগিতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার দ্বারা তারা তাদের আসল পরিচয় দিয়ে ফেলেছে। উপরে উপরে তারা মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যা ছিল, ঠিক কথা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কোনও দিনই সত্য বিশ্বাসী ছিল না। কিন্তু কেবল খ্রীস্টারিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া নয়, যোহন যাদের প্রতি এই পত্র লিখছে, তাদের সত্য পরিচিতির নিশ্চয়তা দিতেও যোহন ভুলে যায়নি। তাই, ১৯ পদে, যোহন মণ্ডলী-ত্যাগকারী খ্রীস্টারিদের পরিচয় করিয়ে দেবার পর, ২০ পদে তার মণ্ডলীর সত্য সভ্য-সভ্যাদের প্রতি নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে, *"আর তোমরা সেই পবিত্রতম থেকে (দ্বারা) অভিষেক পেয়েছ, ও সকলেই জ্ঞান পেয়েছ।"*

ধরা যেতে পারে, সেই সমস্ত খ্রীস্টারি বা ভ্রান্তশিক্ষক আধ্যাত্মিক বিশেষ জ্ঞানের দাবি করেছিল, যার দ্বারা তারা ঈশ্বরকে জানা (২:৪) ও ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতার অধিকারী হবার (১:৬) বড়াই করেছিল। তাদের সেই সমস্ত কথা শুনে মণ্ডলীর সাধারণ ও সত্য বিশ্বাসীরা যেন নিজেদের বিষয় হীনমন্যতাবোধ না করে, সেই উদ্দেশ্যে যোহন তার পাঠকদের বলছে যে, তারা সেই পবিত্রতম, তথা পবিত্র আত্মার কাছ থেকে অভিষেক পেয়েছে। ফলস্বরূপ, তারাই প্রকৃত সত্যজ্ঞানের অধিকারী।

দুঃখভোগ ও মৃত্যুর পূর্বে উপরের কুঠরীতে শিষ্যদের সঙ্গে একান্তে যীশুর কথাকে আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি। যোহন ১৬:১২ পদে, যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, *"তোমাদের বলবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করতে পার না।"* অর্থাৎ, সেই মুহূর্তে তাদের পক্ষে সত্যকে উপলব্ধি করা কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা চিরকাল সেই সত্য উপলব্ধিতে অপারগ থাকবে। কারণ, এই কথার সঙ্গে সঙ্গে, যীশু তাদের কাছে পবিত্র আত্মার অভিষেকের বিষয় প্রতিজ্ঞা করেছেন, যিনি তাদের সত্য পথে পরিচালনা দেবেন। *"কিন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসবেন, তখন পথ দেখিয়ে তোমাদের সমস্ত সত্যে নিয়ে যাবেন; কারণ তিনি নিজে থেকে কিছু বলবেন না, কিন্তু যা যা শোনেন, তাই-ই বলবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদের জানাবেন। তিনি আমাকে (যীশুকে) মহিমান্বিত করবেন; কারণ যা আমার, তা নিয়েই তোমাদের জানাবেন"* (যোহন ১৬:১৩-১৪)। আবার, যোহন ১৪:২৬ পদে যীশু আরও বলেছেন, *"কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনি সমস্ত বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন, এবং আমি তোমাদের যা যা বলেছি, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন, এবং আমি তোমাদের যা যা বলেছি, সে সকল স্মরণ করিয়ে দেবেন।"*

এই কারণে, সেই মণ্ডলীর বিশ্বাসী যারা প্রেরিত-শিষ্য যোহনের কাছ থেকে সুসমাচার পেয়েছে, যারা সেই যীশুকে বিশ্বাস করেছে, তারা সকলে পবিত্র আত্মার অভিষেকও পেয়েছে; ফলস্বরূপ, তারা পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রকৃত সত্যজ্ঞানের অধিকারী। খ্রীস্টারিরা যতোই নিজেদের মহত্বের কথা বলুক-না-কেন, তারা প্রকৃত সত্যের অধিকারী নয়। পরিবর্তে, প্রত্যেক খ্রীস্টবিশ্বাসীই পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সত্য জ্ঞানের অধিকারী।

২০ পদের এই কথাকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরতে, যোহন ২১ পদে পুনরায় এ বিষয়ের উল্লেখ করে বলেছে, *"তোমরা সত্য জানো না বলে যে আমি তোমাদের লিখলাম, তা নয়; বরং সত্য জানো, এবং কোনও মিথ্যা কথা সত্য থেকে হয় না, বলে লিখলাম।"* খ্রীস্টারি বা ভ্রান্তশিক্ষকদের বিশেষ জ্ঞানের অধিকারের কথা শুনে মণ্ডলীর প্রকৃত বিশ্বাসীদের ভয় পাওয়া বা নিজেদের বিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনও প্রয়োজন নেই, এই কথা বলতে, যোহন তাদের স্পষ্ট করে বলেছে যে, *তারা যে সত্য জানে না, তা নয়; পরিবর্তে, তারাই সত্য জানে*। তাই তাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, কোনও সত্য বিবৃতি মিথ্যা থেকে আসতে পারে না। তাই, তারা যে সত্য জানে, সেই সত্যের বিপরীতে যখন কেউ কোনও ভ্রান্ত বিবৃতি দেয়; তখন বুঝতে হবে যে, সে স্বর্গীয় অভিষিক্তির অধিকারী নয়। এইভাবে, যোহনের বিপক্ষেরা যখন বিশেষ জ্ঞানালোকের দ্বারা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

(illumination) বিশেষ ঈশ্বরজ্ঞানের অধিকারের ফলস্বরূপ, মণ্ডলীর অন্যান্যদের থেকে অনেক উঁচু স্তরের জীবনের দাবি করেছিল; তখন যোহন মণ্ডলীর সাধারণ বিশ্বাসীদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, **সমস্ত** প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসীই পবিত্র আত্মার অভিষেকের মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানে। আর এই সত্য ঈশ্বরজ্ঞানই তাদের সাহায্য করে সেই সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষকদের মিথ্যা বিবৃতিকে চিহ্নিত করতে।

মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা যোহনের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছিল, তার বিপরীতে খ্রীস্টারিরা বা ভ্রান্তশিক্ষকরা কী কী শিক্ষা দিচ্ছিল, তার বিশদ বিবরণ আমরা যোহনের এই পত্র থেকে পাই না। কারণ, যোহন তাদের উদ্দেশে এই পত্র লেখেনি। পরিবর্তে, যোহন তাঁর মণ্ডলীর সাধারণ বিশ্বাসীদের উদ্দেশে এই পত্র লেখায়, যোহন এই পত্রে সেই সমস্ত খ্রীস্টারির ভ্রান্তশিক্ষাকে মাঝে মাঝে পরোক্ষভাবে তুলে ধরেছে, যেন বিশ্বাসীরা তাদের চিনতে পারে। ২:২২-২৩ পদে আমরা তাদের ভ্রান্তশিক্ষার একটি বিশেষ দিককে দেখতে পাচ্ছি, যা তার মিথ্যা উৎসকেই নির্দেশ করে: ***"যীশুই যে খ্রীস্ট, এই কথা যে অস্বীকার করে, সে বই আর মিথ্যাবাদী কে? সেই ব্যক্তি খ্রীস্টারি, যে পিতাকে ও পুত্রকে অস্বীকার করে। যে কেউ পুত্রকে অস্বীকার করে, সে পিতাকেও পায়নি; যে ব্যক্তি পুত্রকে স্বীকার করে, সে পিতাকেও পেয়েছে।"*** খ্রীস্টারিদের এই মিথ্যা এতোখানি পরিষ্কার যে, যোহনের পাঠকদের পক্ষে তা উপলব্ধি করা একেবারেই কঠিন নয়।

তাদের ভ্রান্তশিক্ষার একটি অন্যতম দিক হল, তারা যীশুকে খ্রীস্ট বলে স্বীকার করে না। এমন অনেক লোককে দেখতে পাওয়া যায়, যারা আমাদের পরিত্রাতার নামকে আধুনিক দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা করে ভাবে যে, 'যীশু' হল তাঁর আসল নাম, আর 'খ্রীস্ট' হল তাঁর পদবী। কিন্তু তা সত্য নয়। খ্রীস্ট *(christos)* হল সেই গ্রীক শব্দ, যা হিব্রু শব্দ মশীহর *(messiah)* অনুবাদ। তাই, খ্রীস্ট কথার অর্থ "অভিষিক্ত"। একটু আগে ২০ পদে যোহন তার মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যে ***"পবিত্রতমের দ্বারা অভিষিক্তির"*** কথা বলেছিল, সেখানেও একই ধাতু *(chris)* ব্যবহার করা হয়েছে। খ্রীস্টের জন্মের প্রায় ৭২৫ বৎসর পূর্বে যিশাইয় ভাববাদী বা অন্যান্যরা আগত মশীহ সম্বন্ধে যে সমস্ত ভাববাণী করেছিল (যিশাইয় ৬১:১, ২), তা যীশু পূর্ণ করেছেন (লূক ৪:১৮, ১৯, ২১)। তাই, তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর নামকরণ সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, ***"তাঁর নাম 'যীশু' (ত্রাণকর্তা) রাখবে, কারণ তিনি তাঁর নিজের প্রজাদের তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন"*** (মথি ১:২১)। অর্থাৎ, যীশু (ত্রাণকর্তা) হলেন সেই অভিষিক্ত, তথা মশীহ, তথা খ্রীস্ট যিনি তাঁর প্রজাদের তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন। তাই, খ্রীস্টধর্মের অন্যতম প্রধান ও প্রাথমিক বিশ্বাস হল: বেথলেহেমের গোয়ালঘরে যাঁর জন্ম হয়েছিল, যিনি তাঁর শৈশব নাসরতে কাটিয়েছিলেন, যিনি সাড়ে তিন বৎসর যাবৎ মূলতঃ যিহূদিয়া ও গালীল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করেছিলেন, শিক্ষা দিয়েছিলেন ও অসুস্থদের সুস্থ করেছিলেন, সেই মানুষ যীশুই হলেন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহ (অভিষিক্ত), ঈশ্বরের পুত্র, তথা স্বয়ং ঈশ্বর। তাই, যোহন ১০:৩০ পদে, যীশু নিজের সম্বন্ধে এমন কথা বলেছেন: ***"আমি ও পিতা, আমরা এক।"*** পুরাতন নিয়মের অনুসরণে তিনি তাঁর একক ব্যক্তিত্বে ভাববাদী, যাজক ও রাজা হিসাবে অভিষিক্ত। এই কারণে নতুন নিয়মে, যীশুর প্রেরিত-শিষ্যরা পবিত্র আত্মার অভিষিক্ত হবার পর তাদের সুসমাচার প্রচারে যীশুকে সর্বদা খ্রীস্ট, তথা তাঁর প্রজাদের পাপ থেকে উদ্ধারকারী ঈশ্বর প্রতিজ্ঞাত মশীহ হিসাবে উপস্থাপিত করেছে। যীশুর দুঃখভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুর পর, যে পিতর তার পুরানো জীবিকায় ফিরে গেছিল, পঞ্চাশত্তমীর দিন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার পর, সেই পিতরই জেরুশালেমের সেই সমস্ত ইহূদীদের কাছে (যারা যীশুর জীবন ও মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিল) উচ্চৈস্বরে ঘোষনা করেছিল, ***"যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে, সেই যীশুকেই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীস্ট উভয়ই করেছেন"*** (প্রেরিত ২:৩৬)। কেবল তাই নয়, এই যীশুকেই ঈশ্বর স্বর্গে গ্রহণ করেছেন ও জিরে দক্ষিণে বসিয়েছেন (প্রেরিত ২:৩৪)। এখন, যিনি প্রভু, যিনি খ্রীস্ট, যিনি ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া আর কে? এখন, তিন ব্যক্তিতে এক ঈশ্বর, তথা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী আমাদের পক্ষে এই সত্য উপলব্ধি করা খুব একটা কঠিন বিষয় না হলেও; এক ব্যক্তিতে এক ঈশ্বরের বিশ্বাসী ইহূদী ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে এই সত্য গ্রহণ করা খুবই ছিল। এই কারণে, মহাযাজক কায়াফা যীশুর কাছে জানতে চেয়েছিল, ***"তুমি কি সেই খ্রীস্ট, পরমধন্যের পুত্র?"*** আর যীশু যখন সেই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ***"অআমি সেই; তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পাশে বসে থাকতে ও আকারে মেঘসহ আসতে দেখবে,"*** তখন মহাযাজক যীশুর সেই কথাকে ঈশ্বরনিন্দা জ্ঞান করে নিজের বস্ত্র ছিঁড়েছিল, যীশুকে মৃত্যুর যোগ্য বলে ঘোষনা করেছিল (মার্ক

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

১৪:৬১-৬৪)। ঠিক একইভাবে, প্রথম জীবনে গোঁড়া ইহূদী পৌলকে আমরা দেখেছি, সে কীভাবে খ্রীস্টের মণ্ডলীকে তাড়না করেছিল। এখন, ইহূদীদের কাছে যেমন মানুষ যীশুকে খ্রীস্ট (ঈশ্বর) হিসাবে গ্রহণ করা কঠিন ছিল; গ্রীক সংস্কৃতি ও দর্শনে বিশ্বাসী এশিয়া মাইনরের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে খ্রীস্ট, তথা ঈশ্বরের আত্মার পক্ষে মানুষ হওয়া ছিল একইভাবে কঠিন। কিন্তু খ্রীস্টধর্ম যে প্রাথমিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, তা হল, মানুষ যীশুই হলেন সেই খ্রীস্ট, ঈশ্বরের পুত্র, স্বয়ং ঈশ্বর।

এখন, যোহন যাদের খ্রীস্টারি বলেছে, তারা খ্রীস্টধর্মের এই প্রাথমিক সত্যকে অস্বীকার করেছিল। ধরা যেতে পারে আদ্য-জ্ঞানবাদের প্রভাবে প্রভাবিত এই সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষকরা, তাদের গ্রীক দর্শনের ফলস্বরূপ খ্রীস্টের সত্য ব্যক্তিত্ব উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ, তাদের চিন্তানুসারে, ঈশ্বরের অনন্ত ও বিশুদ্ধ আত্মার (উত্তম) পক্ষে জড় দেহের (মন্দ) অধিকারী হওয়া ছিল অসম্ভব। উভয়ের মিলন কখনও সম্ভব নয়। তাই, তাদের এই আদ্য-জ্ঞানবাদের দর্শনকে ভিত্তি করে তারা খ্রীস্টধর্মের শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার দুটি উপায় খুঁজে পেয়েছিল:

(১) খ্রীস্ট প্রকৃত অর্থে মানুষ ছিলেন না, তিনি সত্য মানব-দেহের অধিকারী ছিলেন না। তাকে দেখে মনে হত তিনি মানব দেহের অধিকারী, কিন্তু আসলে তা সত্য দেহ ছিল না (তিনি হেঁটে গেলে তাঁর পায়ের ছাপ পড়ত না)। এই মতবাদকে আপাত-দৃষ্টিবাদ *(Docetism, from Greek verb 'dokeo', which means 'to seem')* বলা হয়। অর্থাৎ, আপাত দৃষ্টিতে তাঁকে মানুষ বলে মনে হত। অর্থাৎ তাদের চিন্তায়, মানুষ যীশু কখনও আমাদের ন্যায় প্রকৃ দেহের অধিকরী ছিলেন না। আমাদের চোখে যা ধরা পড়ত, তা যীশুর ভূত ছাড়া আর কিছু নয়।

(২) মানুষ যীশুর বপ্তিস্মের সময় খ্রীস্টের আত্মা যীশুর উপর নেমে আসে এবং তাঁর দুঃখভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুর আগে যীশুকে ছেড়ে চলে যায়। প্রথম শতাব্দীতে এই চিন্তার প্রধান পৃষ্টপোষক *Cerinthus*-এর নাম অনুসারে এই মতবাদকে *Cerintianism* বলা হয়। এমন চিন্তার অর্থ, তিনি যখন কথা বলতেন বা কাজ করতেন, তখন মানব-যীশু না স্বর্গীয় খ্রীস্টের আত্মা, তা করছেন; তা উপলব্ধি করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ, খ্রীস্টের ব্যক্তিত্বকে আমরা *Dr. Jekyll* ও *Mr. Hyde*-এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

এখন, এই ধরণের ভ্রান্ত চিন্তাকে নস্যাৎ করতে যোহন এই পত্রের শুরুতেই মানব যীশুর কথা স্বীকার করে বলেছে, ***"যা আদি থেকে ছিল, যা আমরা শুনেছি, যা নিজের চোখে দেখেছি, যা নিরীক্ষণ করেছি, এবং নিজের হাতে স্পর্শ করেছি, জীবনের সেই বাক্যের বিষয় লিখছি"*** (১ যোহন ১:১)। সেই কথারই ফলস্বরূপ, যারা যীশুকে খ্রীস্ট হিসাবে স্বীকার করেনি, কিন্তু নিজেদের খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে পরিচয় দিয়েছে, যোহন তাদেরকে খ্রীস্টারি বলেছে (২:২২)। পিতর যখন যীশুকে ক্রুশের পথকে এড়িয়ে যেতে প্রলুব্ধ করেছিল, তখন যীশু তাকে বলেছিলেন, ***"আমার সামনে থেকে দূর হও, শয়তান . . ."*** (মার্ক ৮:৩৩)। যীশুকে ক্রুশীয় পথ থেকে লক্ষভ্রষ্ট করার জন্য যদি যীশু পিতরকে ***'শয়তানের'*** সঙ্গে তুলনা করতে পারেন; তাহলে, যে সমস্ত লোক যীশুকে খ্রীস্ট হিসাবে স্বীকার করে না, তারা খ্রীস্টারি ছাড়া, আর কী হতে পারে?

এখন, যীশুকে খ্রীস্ট হিসাবে অস্বীকার করার অর্থ, তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলেও অস্বীকার করা। তাই, যীশুকে সাধারণ মানুষের স্তরে নামিয়ে আনা *(docetism)*, বা তাঁর মধ্যে স্বর্গীয় সত্ত্বার অস্থায়ী উপস্থিতির কথা *(certhian-ism)*, বলার অর্থ খ্রীস্টধর্মের মূলে আঘাত করা। কিন্তু, খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, এইভাবে পুত্রকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও, সেই সমস্ত খ্রীস্টারি ঈশ্বরকে জানা বা লাভ করার কথা বলত। তাই, যোহন তাদের সেই মিথ্যা চিন্তাকে খণ্ডন করে, তার পাঠকদের বলেছে, আমরা একমাত্র পুত্রের মাধ্যমেই জানতে পারি যে ঈশ্বর পিতা, এবং কেবল সেই পুত্রের প্রায়শ্চিত্ত সাধনকারী মৃত্যুর দ্বারাই আমরা পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হই।

আমরা ভাবতে পারি যে, প্রথম শতাব্দীর মানুষ হওয়ায়, তারা এমন ভুল শিক্ষা দিয়েছিল। তাদের তুলনায় আমরা অনেক বেশি তথ্যের অধিকারী হওয়ায় আমরা কখনও তাদের ন্যায় ভুল করতে পারি না। না, একথা ঠিক নয়। কারণ এই একবিংশ শতাব্দীতেও নিজেদের খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে পরিচয় দিয়েও, অনেকে যীশুকে খ্রীস্ট বলে স্বীকার করে না। *Christian Science* শিক্ষা দেয় যে, যীশু একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন, কিন্তু তার উপর খ্রীস্টের আত্মা নেমে এসেছিল। *Jehovah's Witness (JW)* যীশুকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করে না, তারা যীশুকে পিতা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবার সামান্য পথ হিসাবে চিন্তা করে। কিন্তু কেবল তা-ই নয়, এই ভ্রান্ত শিক্ষার আধুনিক আকার আমরা তাদের মধ্যে দেখতে পাই, যারা কুমারীর গর্ভে যীশুর জন্ম, তাঁর জন্মের সময়

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

আকাশে তারার উদয়, বা মেষপালকদের কাছে স্বর্গদূতদের গানকে মানব যীশুর জন্মকে সুন্দর করে বর্ণনা করার কাল্পনিক রূপকথার কাহিনী হিসাবে ব্যাখ্যা করে। কেবল তা-ই নয়, তারা বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতা, খ্রীস্টের কুমারীর গর্ভে জন্ম, আমাদের পরিবর্তে খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্ত, খ্রীস্টের দৈহিক পুনরুত্থান এবং তাঁর দৈহিক দ্বিতীয় আগমনও তাঁরা অস্বীকার করেন। যোহন এদের সবাইকে- যারা শেষ পর্যন্ত যীশুকে খ্রীস্ট হিসাবে অস্বীকার করে বা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র, তথা ঈশ্বর হিসাবে অস্বীকার করে, কেবল মানুষ বলে- তাদের সবাইকে খ্রীস্টারি আখ্যা দিয়েছে।

এইভাবে, খ্রীস্টারিদের ভ্রান্তশিক্ষার কথা বলার পাশাপাশি, যোহন তাদের সঙ্গে তার পাঠকদের তুলনা করেছে। তারা যোহনের মাধ্যমে প্রথম থেকে যে শিক্ষা পেয়েছে, যোহন তাদেরকে সেই শিক্ষা তাদের অন্তরে রাখতে বলেছে, কারণ তা সত্য শিক্ষা (২৪ পদ)। অর্থাৎ, যোহন তাদেরকে **প্রাথমিক বা ভিত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে** বলেছে। প্রৈরিতিক যুগের শেষের দিকে যে সমস্ত পুস্তক লেখা হয়েছে, তাদের প্রায় প্রত্যেকটিতেই এই আদেশ করা হয়েছে (১ তীম ৬:৩; ২ তীম ১:১৩; ৪:৩; তীত ১:৯; ২ পিতর ৩:২; যিহূদা ১৭, ২০)। আর সেই ভিত্তিমূলক শিক্ষা যা তারা প্রেরিত-শিষ্যদের মাধ্যমে খ্রীস্টের কাছ থেকে পেয়েছে, তা হল, যীশুই খ্রীস্ট, ঈশ্বরের পুত্র; এই স্বীকারোক্তিই আমাদের খ্রীস্ট ও পিতার সহভাগী করে। অবশ্য মনে রাখতে হবে, এই স্বীকারোক্তি যেন কেবল মৌখিক না হয়; কারণ ভূতেরাও যীশুকে ঈশ্বরের পবিত্র ব্যক্তি বলে স্বীকার করে (মার্ক ১:২৪)। সত্য স্বীকারোক্তি সর্বদা খ্রীস্ট কে এবং তিনি কী করেছেন, তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত বিশ্বাস করে। তাই, আমরা যারা এই সত্য শুনেছি, আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, আমাদের জীবনে এই সত্য যেন সর্বদা উপস্থিত ও সক্রীয় থাকে। এর জন্য আমাদের প্রয়োজন সর্বদা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করা ও খ্রীস্টিয় শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করা।

এখন, এইভাবে বিশ্বাসীদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্যের উপস্থিতি তাদের যে পুরস্কারে পুরস্কৃত করে, তা হল, যীশুর সেই প্রতিজ্ঞাত অনন্ত জীবন। তাই, ২৪খ ও ২৫ পদে যোহন লিখেছে, *"তা (ঈশ্বরের বাক্য) যদি তোমাদের অন্তরে থাকে, তবে তোমরাও পুত্রে ও পিতাতে থাকবে। আর এ হল তাঁরই প্রতিজ্ঞা, যা তিনি নিজে আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা অনন্ত জীবন।"* আমরা এখানে যোহন ১০:১০ পদে যীশুর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করতে পারি: *"আমি এসেছি, যেন তারা জীবন পায় ও উপচয় পায়।"* অথবা যোহন ১০:২৮ পদের প্রতিজ্ঞার কথাও স্মরণ করতে পরি: *"আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই, তারা কখনও বিনষ্ট হবে না।"* যোহন এখানে পুত্রে ও পিতাতে আমাদের অবস্থানকে খ্রীস্টের প্রতিজ্ঞাত অনন্ত জীবন হিসাবে বর্ণনা করেছে। এর দ্বারা অনন্ত জীবনের বর্তমান (এখন এবং এখানে) দিকেই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। এই দিক থেকে অনন্ত জীবন সম্বন্ধে যোহনের সুসমাচার ও পত্রের মধ্যে সাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। কারণ যোহনের সুসমাচারে, অনন্ত জীবনের বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর কেবল স্বর্গে গিয়ে যে আমরা তা ভোগ করি, তা নয়; কিন্তু যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে এই পৃথিবীর মাটি থেকেই আমরা তা উপভোগ করে থাকি (যোহন ৩:৩৬; ৬:৪০, ৪৭)। আবার, যোহন ১৭:৩ পদে যীশু বলেছেন, *"এটাই অনন্ত জীবন যে, তারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ, তাঁকে, যীশু খ্রীস্টকে জানতে পায়।"* অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, যোহন এখানে অনন্ত জীবনের ভবিষ্যৎ দিককে বর্জন করেছে। কারণ, ইতিমধ্যে ১ যোহন ২:১৭ পদে, যোহন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনকারীর অনন্তকাল স্থায়িত্বের কথা বলেছে।

আপনি কি সেই অনন্ত জীবন ভোগ করে চলেছেন? যীশুর প্রতিজ্ঞাত সেই উপচে পড়া জীবন কি আপনি উপভোগ করে চলেছেন? যিশাইয় ৪০:৩১ পদে, এই জীবনের সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: *"কিন্তু যারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তারা উত্তরোত্তর নতুন শক্তি পাবে; তারা ঈগল পাখির ন্যায় পাখা দিয়ে উপরে উঠবে; তারা দৌড়ালে ক্লান্ত হবে না; তারা হাঁটলেও ক্লান্ত হবে না।"* আমাদের মন, আবেগ ও ইচ্ছা কি এইভাবে প্রাণবন্ত? যীশুকে খ্রীস্ট বলে যারা আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বাস করি, তারা প্রত্যেকে এই আশীর্বাদের অধিকারী। অনেকে আমাদের কাছে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও আশীর্বাদের কথা বলতে পারে, কিন্তু তারা যদি খ্রীস্টধর্মের প্রাথমিক বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দেয়, তারা যত বড় প্রচারক হোক-না-কেন, আমরা বিচলিত হব না। আমরা যারা যীশুকে খ্রীস্ট, তথা ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করি, তারাই সত্য বিশ্বাসী।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)